ISSN: **2958-2776**
Vol.: 2 Issue: 1 & 2 January-June & July-December 2023
Journal of One Initiative Research and Development
an international multidisciplinary journal

বাংলাদেশী ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিশ্লেষণ

An analysis of Financial Management Systems of a Bangladeshi Islamic Political Party

মু. নূরুল ইসলাম*

***মু. নূরুল ইসলাম**, উপদেষ্টা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক, ওআইআরডিএল এবং সাবেক রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Abstract

The democratic-socialist, left-democratic and liberal religious political parties are active in Bangladesh. This study only addresses the Bangladesh Jamaat-e-Islami as a research sample among the Islamic political parties to analyze the financial management practices. This research is carried out by employing the data of ten organizational wards of the Dhaka South City Corporation area by conducting the independent sampling method. The results show that the party mainly collects funds through donations from its internal manpower and donations from well-wishers. The general people also contribute to their particular period of fundraising. Apart from political activities, the party mostly spends a lot of money on social welfare works. Such social welfare work activities have achieved acceptance among the people. This party conducts audits every year with an experienced team in accounting to ensure the transparency of expenditure management. A designated Finance Secretary professionally maintains all accounts. This research article provides some recommendations for the political party.

Keywords: Bangladesh Jamaat-E-Islami, Political Organization, Financial Management, Obligatory Subscription, Audit.
JEL Classificantion: P26, P36, P39, P47, P48

সংক্ষিপ্তসার

বাংলাদেশে গনতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক, বাম গণতান্ত্রিক ও উদার ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল কার্যকর আছে। গবেষণাটি কেবলমাত্র ইসলামী রাজনৈতিক দলের মধ্য থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে গবেষণার নমুনা হিসাবে গ্রহণ করেছে আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিশ্লেষণ করার জন্য। দলটির ঢাকা মহানগরী দক্ষিণকে গবেষণাস্থল নির্বাচিত করে স্বাধীন নমুনায়ন পদ্ধতিতে প্রতিনিধিত্বশীল ১০টি সাংগঠনিক থানার তথ্যের আলোকে গবেষণাটি সম্পাদন করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় দলটি প্রধানত তার অভ্যন্তরীণ জনশক্তির নিকট থেকে প্রাপ্ত চাদাঁ (এয়ানত) ও শুধী-শুভাকাংখীদের দান-অনুদানের মাধ্যমেই তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। সাধারণ জনগণও তাদের বিশেষ সময়ের তহবিল সংগ্রহে সহযোগিতা করে। দলটি দলীয় রাজনৈতিক কার্যক্রমের

পাশাপাশি অধিকহারে সমাজকল্যাণমূলক কাজে বিপুল অর্থ ব্যয় করে থাকে। তাদের এ ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কাজ জনগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। ব্যয় ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা নিশ্চিতে দলটি প্রতিবছর হিসাববিজ্ঞানে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনশক্তি দিয়ে নিরীক্ষা বা অডিট সম্পন্ন করে থাকে। সকল ধরনের হিসাব বিবরণী পেশাদরীত্বের সাথে সংরক্ষিত হয় মনোনিত অর্থ সম্পাদকের মাধ্যমে। গবেষণাপত্রটিতে দলটির জন্য কতিপয় সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

Article Info:
Received: 16 February 2023
Accepted: 13 September 2023
Research Area: Political Science
No. of Tables: 02
Author's Country: Bangladesh

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং অনিবন্ধিত এই দুই ধরনের রাজনৈতিক দল আছে। বাংলাদেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৪১টি (বানিক ২০২২)। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলো নিজস্ব প্রতীক ব্যবহার করে যে কোন নির্বাচনে অংশ নিতে পারে। আবার মতাদর্শের দিক থেকে তিন ধরনের রাজনৈতিক দল বাংলাদেশে সক্রিয়। গনতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক, বাম গণতান্ত্রিক ও উদার ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল। নিবন্ধিত এবং অনিবন্ধিত শতাধিক রাজনৈতিক দল থাকা সত্ত্বেও ৪টি রাজনৈতিকদলকেই দেশের প্রধান সক্রিয় দল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সিপিডির গবেষক রওনক জাহান (২০১৪) বাংলাদেশে চারটি বৃহৎ নির্বাচনমুখী দলের কথা উল্লেখ করেনঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (জামায়াত) ও জাতীয় পার্টি (এরশাদ)। রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য তাদের প্রত্যেকের অর্থের সংস্থানের দরকার হয়। গবেষণাপত্রটিতে মূলত বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠিত উদার ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলকে নমুনা হিসাবে গ্রহন করা হয়েছে। এরকম একটি দলের আয়ের উৎসসমূহ ও তার সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা তুলে ধরা হয়েছে এখানে একই সাথে আর্থিক ব্যবস্থাপনার দিকটিও মূল্যায়নের বিষয়টি সুপারিশ সহকারে তুলে ধরা হয়েছে এখানে। বাংলাদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক এই গবেষণা থেকে উপকৃত হতে পারবেন। গবেষণা পত্রটিতে নমুনা হিসাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে নির্বাচন করা হয়েছে। ইসলামী এ রাজনৈতিক দলটির আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিশ্লেষণ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলতে আর্থিক কর্মকান্ডের পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণকে বোঝায়। যেমন: প্রতিষ্ঠানের তহবিল সংগ্রহ এবং সদ্ব্যবহার করা। এর অর্থ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সম্পদসমূহে সাধারণ ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহের প্রয়োগ। গুথাম এবং ডুগাল(২০১৫) বলেন, 'Financial management means, "The activity concerned with the planning, raising, controlling and administering of funds used in the organization. It is concerned with the procurement and utilisation of funds in the proper manner'. অর্থাৎ, একটি সংগঠনের অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা, তহবিল বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণ, তহবিল ব্যবহারের যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলে। গবেষণাত্রটিতে নমুনা হিসাবে গৃহিত দলটির এই আর্থিক ব্যবস্থাপনার দিকটি নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিজামী

(২০১১) তার বইতে ইসলামী আন্দোলনের সংজ্ঞায় বলেন 'আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী পূরণের জন্য আল্লাহর ঈমানদার বান্দাদেরকে যে সংগ্রাম সাধনা করতে হয় প্রকৃতপক্ষে সেই সংগ্রাম সাধনাই "ইসলামী আন্দোলন"।

২.০ ধারণাপত্র

গবেষণায় নমুনা হিসাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে গ্রহণ করা হয়েছে ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে। আহমদ (২০২০) বলেন, 'ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিচালনার জন্য যে সংগঠন গড়ে উঠে এবং যা মানুষকে আল্লাহর পথে আসার জন্য আহবান জানাতে থাকে তাকেই ইসলামী (রাজনৈতিক) সংগঠন বলে'। জামায়াতের আর্থিক ব্যবস্থাপনার ধারণাটি পাওয়া যায় তাদের গঠনতন্ত্রে। জামায়াতের সংবিধানের ধারা-৬৬ তে তাদের আর্থিক বিষয় যা "বায়তুলমাল" নামে পরিচিত, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে (জামায়াতের সংবিধান) ।

জামায়াতের সংবিধানের ধারা-৬৬

১। জামায়াতের প্রত্যেক সাংগঠনিক স্তরে বাইতুলমাল থাকিবে। অবশ্য কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা/কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ/কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ কোন সংগঠনের পৃথক বাইতুলমাল কায়েম করা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে সেইরূপ নির্দেশ দিতে পারিবে। ২। কেন্দ্রীয় বাইতুলমালের শৃংখলা বিধানের যাবতীয় ক্ষমতা আমীরে জামায়াতের থাকিবে। ৩। অধস্তন সংগঠনের বাইতুলমালের শৃংখলা বিধানের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট আমীরের থাকিবে।

বাইতুলমালের আয়ের উৎসঃ ধারা-৬৭

জামায়াতের বাইতুলমালের আয়ের উৎস নিম্নরূপ হইবে ঃ ১। জামায়াতের সদস্য (রুকন), কর্মী ও শুভাকাঙ্খীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত- (ক) মাসিক ইয়ানত (নিয়মিত মাসিক সাহায্য)। (খ) যাকাত ও উশর; (যাকাত ও উশর হইতে প্রাপ্ত অর্থ জামায়াতের কল্যাণ তহবিলে জমা হইবে এবং শরীয়াত নির্ধারিত পন্থায় ব্যয় হইবে)। (গ) এককালীন দান। ২। অধস্তন সংগঠন হইতে প্রাপ্ত নির্ধারিত মাসিক আয়। ৩। জামায়াতের নিজস্ব প্রকাশনীর মুনাফা।

বাইতুলমালের অর্থ ব্যয়ঃ ধারা-৬৮

১। প্রত্যেক বাইতুলমাল সংশ্লিষ্ট জামায়াতের আমীরের অধীনে থাকিবে। জামায়াতের কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট আমীর স্বীয় বাইতুলমাল হইতে অর্থ ব্যয় করিবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু প্রত্যেক আমীর ঊর্ধ্বতন আমীর এবং সংশ্লিষ্ট মজলিসে শূরা কিংবা সদস্যগণের (রুকনগণের) নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকিবেন। ২। আমীরে জামায়াত বাইতুলমালের আয়-ব্যয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নিকট দায়ী থাকিবেন। ৩। কেন্দ্রীয় ও জেলা/মহানগরী জামায়াতের বাইতুলমালের হিসাব প্রতি বৎসর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা কর্তৃক নিযুক্ত অডিটর দ্বারা পরীক্ষা করাইতে হইবে এবং অডিট রিপোর্ট কেন্দ্রীয় শূরায় পেশ করিতে হইবে। জেলা/মহানগরী

বাইতুলমালের অডিট রিপোর্ট জেলা/ মহানগরী শূরাতেও পেশ করিবেন। ৪। উপজেলা/থানা ও ইহার অধস্তন বাইতুলমালসমূহ অডিটের জন্য জেলা/মহানগরী আমীরগণ সংশ্লিষ্ট মজলিসে শূরার সহিত পরামর্শ করিয়া অডিটর নিয়োগ করিবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট করাইয়া রিপোর্ট জেলা/মহানগরী মজলিসে শূরা এবং স্ব-স্ব মজলিসে শূরাতে পেশ করিবেন।

এ ছাড়া জামায়াত তার সদস্যদের ব্যক্তিগত রিপোর্ট বইতে এয়ানতের (আর্থিক তহবিল) বিষয়টি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছে "ইসলামী আন্দোলনের বাইতুলমালে দান কোন সাধারণ দান খয়রাতের পর্যায়ভুক্ত নয়। ... ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ইয়ানতই (এককালীন বা মাসিক নির্ধারিত সাহায্য) বায়তুল মালের আয়ের মূল উৎস" (রিপোর্ট বই ২০২১)।

২.১ সাংগঠনিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা কি?

গবেষণাপত্রটিতে সংগঠন বলতে ইসলামী সংগঠনকে বুঝানো হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলতে এখানে ইসলামী সংগঠনের আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে বুঝানো হয়েছে, বিশেষ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.১.১ সাংগঠনিক দিক থেকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী

সংগঠনটির কেন্দ্র ও মহানগরী তার বিভিন্ন শাখার আর্থিক ব্যবস্থাপনার নিম্নোক্ত কাজগুলো বছরের শুরুতেই গ্রহণ করে থাকে ঃ

- ক. আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ
- খ. আয়ের উৎস নির্ধারণ
- গ. ফান্ড বা তহবিল সংগ্রহ
- ঘ. ব্যয়ের খাতসমূহ বিশ্লেষণ ও যথাযথ খাতে কাজে লাগানো
- ঙ. নগদ প্রবাহের পূর্বানুমান
- চ. ঝুঁকি ও আয় পরিমাপ
- ছ. অর্জিত ফলাফল বিশ্লেষণ
- জ. নগদ তহবিল ও আর্থিক দলিল সংরক্ষণ
- ঝ. সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ

সংগঠনটির বিভিন্ন সূত্রের সাথে আলাপচারিতায় (Conversation & Observation) ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা যায়, শাখা ভিত্তিক একটি করে কমিটি উপরোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করে থাকে। শাখার উর্ধ্বতন শাখা থেকে কোন একজন বা একাধিক প্রতিনিধি উপরিউক্ত বিষয়গুলো তদারকি করে থাকেন এবং বাস্তবায়নের পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

৩.০ গবেষণার উদ্দেশ্য

অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এই গবেষণাপত্রের নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করা হলোঃ

ক. একটি ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠনের অর্থের প্রচলিত উৎসমূহ নির্নয় করা

খ. আর্থিক উৎস সমূহের গুরুত্বানুযায়ী র‍্যাংকিং করা

গ. অর্থের ব্যবহার ও খরচের খাতসমূহ নির্নয় করা

ঘ. আয় ও ব্যয় ব্যবস্থাপনার সমস্যা বের করা

ঙ. সমস্যাসমূহ দুর করার পদ্ধতি ও কৌশল প্রস্তাব করা।

৪.০ গবেষণা পদ্ধতি

শিরোনামের বিষয়বস্তু ও গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যে কৌশল প্রয়োগ করা হয় তাই গবেষণা পদ্ধতি। এই গবেষণায় বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের মহানগরী ও জেলা কেন্দ্রিক আর্থিক উৎস ও ব্যয়ের খাতসমূহ নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণাপত্রটি বর্ননাধর্মী। পত্র-পত্রিকা, পর্যবেক্ষণ, রাজনৈতিক দলটির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ডকুমেন্টস, সংগঠনটির মহানগরী ও জেলা পর্যায়ের আর্থিক ব্যবস্থাপকদের বক্তব্য ও প্রতিক্রিয়া এবং তাদের প্রদত্ত তথ্যের সহযোগিতা নিয়েই এই গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। তথ্যের জন্য ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল এবং করোনাকালীন সময়টাই গবেষণাকাল হিসাবে ধরা হয়েছে। ঢাকা মহানগর দক্ষিণের জামায়াতের সাংগঠনিক থানার মধ্য থেকে Random Sampling পদ্ধতিতে ১০টি সাংগঠনিক থানার সভাপতি বা তার প্রতিনিধির কাছ থেকে আর্থিক বিষয়সংক্রান্ত তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.০. আলোচনা ও বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মূলত তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ জনশক্তির নিকট থেকে প্রাপ্ত নিয়মিত চাঁদা যা দলীয় পরিভাষায় এয়ানত নামে পরিচিত, এর মাধ্যমেই দলীয় তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। গঠনতন্ত্রের ধারায় উল্লেখিত আয়ের খাত ও ব্যয়ের খাত অনুযায়ীই স্বচ্ছতার সাথে তহবিল ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়।

৫.১ আয়ের খাতসমূহ

যে কোন রাজনৈতিক দল তার নিয়মিত কার্যক্রম ও নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালন করার স্বার্থে নিয়মিত বা বিশেষ অবস্থায় আর্থিক তহবিল গঠন করে থাকে। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন থানা সভাপতির (আমির) মতানুযায়ী দলীয় সংবিধানে উল্লেখিত ধারা অনুযায়ী ইসলামী সংগঠনটি তার বিভিন্ন সাংগঠনিক পর্যায়ে নিম্নোক্ত অনুমোদিত খাত থেকে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে।

টেবিল ০১ঃ আয়ের খাতসমূহ

আয়ের খাতসমূহ	
১. জনশক্তি থেকে নিয়মিত আয়/চাঁদা (এয়ানত)	১. নির্বাচনী সংগৃহিত তহবিল
২. জরুরি কালেকশন-পুরুষ ও মহিলা	২. শহীদ ও পঙ্গু ফান্ড
৩. যাকাত/ওশর	৩. এককালীন আয়
৪. তারবিয়াত	৪. ত্রাণ ও শীতবস্ত্র জন্য সংগৃহিত আয়
৫. সমাজ কল্যাণের জন্য সংগৃহিত ফান্ড	৫. কুরবানীর জন্য প্রাপ্ত দান
৬. সভা/সম্মেলনে ডেলিগেটদের প্রদত্ত চাঁদা	৬. ঈদসামগ্রীর জন্য প্রাপ্ত দান
৭. প্রকাশনা বাবদ আয়	৭. সাহরী ও ইফতারসামগ্রীর জন্য প্রাপ্ত দান
৮. দুর্যোগকালীন (করোনার মত) সহযোগিতা সংগ্রহ	৮. ফেতরা সংগ্রহ
৯. বই বিক্রির আয়	৯. বিশেষ সুধী থেকে আয়
১০. সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিকট থেকে বিশেষ ইস্যুতে (যেমনঃ সীরাত ইত্যাদি) আদায়	১০. বিভিন্ন উৎসব পালনের উদ্বৃত্ত

সূত্রঃ সংগৃহিত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে গবেষকের তৈরি

টেবিল- ০১ এর প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গবেষণায় নির্বাচিত দলটির আর্থিক তহবিল মূলত তাদের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেই সংগৃহিত হয়। এক্ষেত্রে জনশক্তি যা সদস্য (রুকন), কর্মী ও সহযোগী সদস্য নামে পরিচিত, তাদের প্রদত্ত মাসিক চাঁদাই সংগঠনটির আয়ের প্রধান উৎস। সংগঠনটির সংবিধান, সংগঠন পদ্ধতি ও সদস্যদের রিপোর্ট বইতে উল্লেখ আছে সদস্যরা প্রতি মাসে তাদের আয়ের ন্যূনতম ৫% মাসিক নিয়মিত চাঁদা (এয়ানত) প্রদান করিবে। কয়েকটি থানার দায়ীত্বশীলদের সাথে মুক্ত আলোচনায় জানা যায়, প্রায় শতভাগ সদস্য (রুকন) নিয়মিতই মাসিক চাঁদা দিয়ে থাকেন। কর্মী, সহযোগী সদস্য ছাড়াও সংগঠনটির শুধী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা ও নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। তহবিল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিবছর দাওয়াতী পক্ষ বা প্রচারণা পক্ষ পালনের মাধ্যমে তারা নতুন শুভাকাঙ্ক্ষী, সহযোগী সদস্য বৃদ্ধি করে থাকে। পুরাতন সদস্যদেরও এ সময়ে প্রদেয় চাদাঁ বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করা হয়ে থাকে।

ক্রমান্বয়ে আয়ের খাতসমূহ থেকে তহবিল সংগ্রহ পদ্ধতি আলোচনা করা হলোঃ

৫.১.১ জনশক্তি থেকে নিয়মিত আয় (এয়ানত)

নমুনা হিসাবে গৃহিত সংগঠনটি তাদের জনশক্তি বলতে শপথকৃত সদস্য (রুকন) ও কর্মীদেরকে বুঝিয়ে থাকে। তাদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহের পদ্ধতি নিম্নরুপঃ

ক. সংগঠনের সকল পর্যায়ে ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর গুরুত্ব তুলে ধরাসহ সদস্যদের ৫% এর উপরে এয়ানত দেয়া এবং শহীদ, নির্বাচনী ও সমাজকল্যাণ ফান্ডে অর্থ দানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা।

খ. যে সকল সদস্য ৫% এয়ানত দেন না তাদের তালিকা তৈরি করে থানা আমীর/সভাপতি পক্ষ থেকে যোগাযোগ করে তা নিশ্চিত করা। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে মহানগরী আমীরের অনুমোদন ছাড়া কোন সদস্যের ৫% এর নিচে এয়ানত গ্রহণযোগ্য নয়।

গ. সামর্থবান কর্মীদেরকে ৫% এয়ানত দানের ব্যাপারে উদ্ধুদ্ধ করা। যে সকল কর্মী নিয়মিত এয়ানত দেন না তাদের তালিকা তৈরি করে তাদের সাথে থানা সংগঠনের উদ্যোগে যোগাযোগ করে নিয়মিত প্রদানের পদক্ষেপ নেয়া। যে সকল ইউনিট সভাপতিদের যোগাযোগ ও আদায়ের উদ্যোগের অভাবে কর্মীগণ নিয়মিত দেন না সে সকল ইউনিট সভাপতির সাথে যোগাযোগ করে নিয়মিত আদায়ের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া। যে সকল সদস্য (রুকন) ও কর্মী কোন বিশেষ মাসে এয়ানত না দিলে পরের মাসে বকেয়াসহ আদায়ের ব্যবস্থা করা। সক্রিয় সহযোগীদের মধ্যে যারা এয়ানত দাতা নয় তাদের তালিকা তৈরি করে তাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে এয়ানত নির্ধারণ করা এবং তাদের কাছ থেকে নিয়মিত এয়ানত আদায়ের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা। কোন কোন সক্রিয় সহযোগী কোন বিশেষ মাসে এয়ানত না দিলে পরের মাসে বকেয়াসহ আদায়ের ব্যবস্থা করা।

ঘ. সহযোগীদের মধ্য থেকে উপযুক্তদের তালিকা তৈরি করে তাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে এয়ানত নির্ধারণ করা এবং তাদের কাছ থেকে নিয়মিত এয়ানত আদায়ের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা। কোন কোন সহযোগী কোন বিশেষ মাসে এয়ানত না দিলে পরের মাসে বকেয়াসহ আদায়ের ব্যবস্থা করা।

ঙ. প্রতিমাসেই সকল ইউনিটে সহযোগী ও সক্রিয় সহযোগীদের মধ্যে নতুন নতুন এয়ানতদাতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

চ. মহানগরী নির্ধারিত নিসাবের কোটা পূরণের জন্য মাসের শুরু থেকেই ওয়ার্ড ও ইউনিটসহ তৃণমূলে তাদের কোটা পূরণে থানা আমীর/বিভাগের সভাপতিসহ দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে আরো কার্যকর নির্দেশনা, সহযোগিতা, তদারকি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

ছ. থানা/বিভাগের বাইতুলমালের কোটা পূরণের জন্য থানা/বিভাগ, ওয়ার্ড ও ইউনিট পর্যায়ে বাস্তসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণে জোন দায়িত্বশীলদের সহযোগিতা, তদারকি ও জবাবদিহিতা আরো বাড়ানো।

জ. থানা/বিভাগের বাইতুলমাল সম্পাদকদের সাথে মহানগরী বাইতুলমাল সম্পাদকের সমন্বয় আরো জোরদার করা।

৫.১.২ সুধী - শুভাকাঙ্ক্ষী থেকে নিয়মিত আয় (এয়ানত)

জামায়াত তার বিভিন্ন সাংগঠনিক শাখার জনশক্তির সহযোগিতায় সুধী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের অর্থাৎ যারা জামায়াতকে পছন্দ করে এরকম লোকজনের কাছ থেকে দান ও অনুদান সংগ্রহ করে থাকে।

ক. সুধী বৃদ্ধি ও সুধীদের নিকট থেকে নিয়মিত ও এককালীন কালেকশনের পরিকল্পিত প্রচেষ্টা করা।

খ. প্রতি থানা প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩ জন বিশেষ সুধী বৃদ্ধি করবে। প্রতি ওয়ার্ড প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩ জন সুধী বৃদ্ধি করবে। প্রতি ইউনিট কমপক্ষে ১ জন এয়ানতদাতা সুধী এবং ৩ জন এয়ানতদাতা বৃদ্ধি করবে।

গ. এনায়ত আদায় ছাড়াও সুধীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে সম্পর্ক উন্নয়ন করা উচিত। এর ফলে সুধীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা বাড়ে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে উৎসাহিত হয়।

ঘ. সর্বপর্যায়ের জনশক্তি, সুধী/ শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছ থেকে মাসিক এয়ানত আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে থানা আমীর/সভাপতি ও বাইতুলমাল সম্পাদকের কার্যকর যোগাযোগ ও সফর আরো বৃদ্ধি করা উচিত।

ঙ. সকল পর্যায়ে প্রতিমাসেই নতুন নতুন এয়ানত দাতা ও সুধী বৃদ্ধির মাধ্যমে নিয়মিত আয় উত্তোরোত্তর বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো।

চ. থানা/বিভাগ ও ওয়ার্ড পর্যায়ের সুধীদের মধ্যে যারা নিয়মিত এয়ানত দেন না তাদের তালিকা তৈরি করে তাদের সাথে যোগাযোগ করা এবং নিয়মিত এয়ানত আদায় নিশ্চিত করা।

ছ. সর্ব পর্যায়ে সুধী বৃদ্ধির বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা। বিশেষ করে ওয়ার্ড সংগঠনের পাশাপাশি থানা/বিভাগও তালিকা তৈরি করে সুধী বৃদ্ধির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে দায়িত্বশীলগণ সুধী বৃদ্ধি করলে সহযোগীতার পরিমাণ বেশী হয়।

জ. প্রত্যেক সদস্য (রুকন) প্রতিমাসে কমপক্ষে ৩ জন বিশেষ সুধী বৃদ্ধি করা।

৫.১.৩. যাকাত ও ওশর

যাকাত ও ওশর সংগ্রহের মাধ্যমে সংগঠনের কল্যাণ ফান্ডে অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি করা হয়। যাকাত ও ওশর সম্পর্কে সঠিক ধারণা দানের জন্য মহানগরীর উদ্যোগে একটি সেমিনার/আলোচনা সভার আয়োজন করা। এক্ষেত্রে থানা/বিভাগসমূহ অনুরুপ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। থানা/বিভাগসমূহ বছরের শুরুতে যাকাত ও ওশর দাতাদের তালিকা আপডেট করবে।

ক. যাকাত দাতা (সাহেবে নিসাব) জনশক্তিদের যাকাতের ৬০% সংগঠনের যাকাত ফান্ডে জমা দেয়া নিশ্চিত করা। বিষয়টি সকল সদস্যকে (মহিলা ও পুরুষ) পূর্বাহ্নেই অবহিত করা। সুধী যাকাতদাতাদের যাকাতের উল্লেখযোগ্য অংশ আদায়ের চেষ্টা করা।

খ. সংগঠনের জনশক্তির মধ্যে যাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব স্বাবলম্বী এবং বিদেশে থাকেন তাদের থেকে নিয়মিত/এককালিন/যাকাতের অর্থ আদায়ের চেষ্টা করা।

গ. রমজানের কমপক্ষে একমাস পূর্বে যাকাত দাতাদের (সাহেবে নিসাব) গুরুত্ব অনুসারে থানা/বিভাগ, ওয়ার্ড ও ইউনিটভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করা।

ঘ. রমজান শুরুর কমপক্ষে **১৫** দিন আগে তালিকা অনুযায়ী যোগাযোগ সম্পূর্ণ করে যাকাত আদায়ের আহবান সম্বলিত বুকলেট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে যাকাত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বই/বই সেট যাকাতদাতাদের (সাহেবে নিসাব) কাছে উপহার হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে।

ঙ. যাকাতদাতা অন্যান্য জনশক্তি, সক্রিয় সহযোগী, সহযোগী ও সুধীদেরকে যাকাতের উল্লেখযোগ্য অংশ সংগঠনের ফান্ডে জমা দেয়ার জন্য আগে থেকেই উদ্বুদ্ধ করা।

চ. রমজানের প্রথম ভাগেই যাকাত সংগ্রহের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ছ. যাকাতদাতাদের সাথে (সাহেবে নিসাব) বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সম্পর্ক উন্নয়ন করার জন্য বছরের শুরু থেকে পরিকল্পিতভাবে কাজ করা।

জ. কোন কোন ক্ষেত্রে যাকাতের বিভিন্ন খাতভিত্তিক ছোট ছোট/মাঝারি প্রজেক্ট তৈরি করে এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা বিত্তবান ও দানশীল তাদের কাছে তাদের আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে অনেক সময়ই কার্যকর ফলাফল আশা করা যায়।

ঝ. রমজান মাসে যাকাত ছাড়াও মানুষের দান খয়রাতের ক্ষেত্রে যে বিশেষ নিয়ত ও ব্যাপক আগ্রহ থাকে তা কাজে লাগিয়ে জামায়াতের নামে অথবা স্থানীয় সামাজিক সংগঠনের নামে এককালীন অর্থ আদায়ের চেষ্টা করা।

৫.১.৪ জরুরি-এককালীন কালেকশন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে দেখা যায় দলীয় ও জাতীয় জরুরি প্রয়োজনে এককালীন বিশেষ আর্থিক তহবিল সংগ্রহ করতে। দলীয় পরিভাষায় এটি "জরুরি এককালীন কালেকশন" নামে পরিচিত। এজন্য তারা সদস্য (রুকন), কর্মী, সক্রিয় সহযোগী, সহযোগী ও সুধীদের নিকট থেকে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।

ক. যে সকল সদস্য (রুকন), কর্মী, সক্রিয় সহযোগী, সহযোগী ও সুধী জরুরী তহবিলের ওয়াদা করেছেন তাদের কাছ থেকে মাসিক নিয়মিত জরুরী অর্থ আদায়ের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

খ. যে সকল কর্মী ও সক্রিয় সহযোগীর এখনও ওয়াদা হয়নি তাদের তালিকা তৈরি করে স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদের ওয়াদা নিশ্চিত করা।

গ. সহযোগী ও সুধীদের মধ্য থেকেও একটি সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করে তাদেরকে জরুরী ওয়াদার আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন।

ঘ. যাদেরকে একাধিকবার চেষ্টা করেও প্রোগ্রামে উপস্থিত করা যাবে না তাদেরকে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে হলেও ওয়াদা পুরণ করা।

ঙ. এলাকার বিত্তবান ও দানশীল লোকদের তালিকা তৈরি করে তাদের কাছ থেকে জরুরি ওয়াদা, ইস্যুভিত্তিক বা খাতভিত্তিক এককলীন আদায় নিশ্চিত করা।

জামায়াতের অভ্যন্তরীণভাবে ফান্ড সংগ্রহের এ পদ্ধতিটি বেশ কার্যকর বলেই দেখা যাচ্ছে। ফলে তাদের তহবিলের আকারের প্রবনতা ক্রমবর্ধান।

৫.১.৫ নির্বাচনী ফান্ডসংগ্রহ

ইসলামী এ সংগঠনটি নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক অবস্থান থেকে স্থানীয় সরকার প্রশাসন ও জাতীয় নির্বাচনের জন্য তার বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নির্বাচনী ফান্ড গঠন করে নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা করে থাকে।

৫.১.৬ শহীদ ও আহত পরিবারদের জন্য তহবিল সংগ্রহ

নিয়মিত আয়ের মাধ্যমে শহীদ পরীবারের পাশে তাদের ন্যুনতম প্রয়োজন মিটানেরা জন্য বিভিন্ন শাখা অর্থ সংগ্রহ করেবে। প্রয়োজনে বছরের কোন একটি নির্ধারিত সপ্তাহে সুধী ও শুভাকাঙ্ক্ষী এবং জণশক্তির নিকট আহবান জানিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। যারা বিভিন্ন ঘটনা আহত হয়ে সমস্যাগ্রস্ত হয়, প্রয়োজনে তাদের জন্যও অর্থ সংগ্রহ করা হয় বিভিন্ন মাধ্যম থেকে।

৫.১.৭ সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের জন্যতহবিল সংগ্রহ

দেশের হতদরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষদের জীবনযাত্রা সহজ করা, জীবনযাত্রার মান ও তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করনের লক্ষ্যে এবং যে কোন শ্রেনীপেশার হঠাৎ বিপন্ন হয়ে যাওয়া মানুষদের পাশে দাড়ায় ইসলামী এ রাজনৈতিক দলটি। এ উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের জনশক্তির পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদের আহবান করে থাকে সমাজকল্যাণমূলক কাজে তহবিল সংগ্রহে সহায়তা করতে। তাদের দায়ীত্বশীলদের (নেতৃবৃন্দ) মতে ব্যাপকভাবে সামাজিক কাজ সম্প্রসারণের জন্য অর্থের কোন বিকল্প নাই। তারা মনে করে -

ক. বস্তিভিত্তিক শিক্ষাকাযক্রম, আত্মকর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম, পথশিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম, হতদরিদ্র্য মহিলা ও শিশুদের জন্য বহুমুখী কল্যাণধর্মী, সেবা ও সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের ছোট ছোট/মাঝারি প্রজেক্ট তৈরি করে সামর্থ্যবান ও দানশীলদের কাছে উপস্থাপন করতে পারলে সমাজকল্যাণমূলক কাজে অর্থের সংকট হবে না ইনশাআল্লাহ।

খ. বিশেষ করে রমজান মাসে সামর্থ্য উজাড় করে মানুষ দান খয়রাত করে থাকেন। যাদের কাছে জামায়াতের নামে অর্থ নেয়া যাবে না তাদের কাছে স্থানীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে রমজান মাসে অর্থ আদায়ের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা। তবে অনেক ক্ষেত্রেই প্রজেক্টভিত্তিক উপস্থাপন করতে পারলে কার্যকর ফল আশা করা যায়।

গ. সমাজকল্যাণ ফান্ডকে সমৃদ্ধ করা লক্ষে জামায়াত সর্বপর্যায়ে মুষ্টি ও দানবাক্স এর এর মাধ্যমে চাল ও টাকা পয়সা সংগ্রহ করে ফান্ডকে সমৃদ্ধ করে থাকে। এতে তারা যথেষ্ঠ সাড়া পেয়ে থাকে।

ঘ. তহবিল সংগ্রহের জন্য ইসলামী এ সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ সুধীদেরকে নিয়ে বছরে কমপক্ষে ছোট ছোট ভাগ করে সুধী সমাবেশ এবং মাঝে মাঝে উপহার সামগ্রী নিয়ে তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করে থাকে।

দেখা যায় সমাজের মানুষের কাছ থেকেই তারা সমাজকল্যাণের জন্য তহবিল সংগ্রহের আহবান জানায় এবং তাদের এ আহবানে জনগণ সাড়াও দেয় ব্যাপকভাবে। এটি এ ইসলামী সংগঠটির প্রতি মানুষের আস্থা প্রমাণ করে।

৫.১.৮ বিশেষ সুধী- শুভাকাঙ্ক্ষী থেকে কালেকশন

বছরের শুরু থেকেই বিভিন্ন চলতি প্রকল্পকে হাইলাইটস করে এককালীন কালেকশনের উদ্যোগ নেয় দলটি। বিশেষ করে রমজান মাস ও বছরের শেষে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ লক্ষ্যে মহানগরী ১টি কমিটি গঠন করে পরিকল্পিতভাবে কালেকশনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

জামায়াতের তহবিল সংগ্রহের সার্বিক দিক বিশ্লেষণে দেখা যায় তারা দেশের ভিতর থেকেই সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। দলীয় কর্মকান্ডের বাহিরে সম্পুর্ণ অরাজনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রমের উদ্দেশ্যেও তারা অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। তাদের এ অর্থ সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৫.২ ব্যয়ের খাতসমূহ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বিভিন্ন উৎস্য থেকে প্রাপ্ত আয় দলীয় কর্মকান্ড ছাড়াও বিভিন্ন অরাজনৈতিক ও সমাজ উন্নয়ন এবং সেবা খাতে ব্যয় করে থাকে। নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক অধঃস্তন শাখা তার উর্ধ্বতন শাখায় সংগৃহিত অর্থের নির্ধারিত একটি অংশ পাঠিয়ে থাকে যা ক্রমান্বয়ে কেন্দ্রীয় তহবিলে পৌঁছে যায়।

টেবিল ০২ ঃ ব্যয়ের খাতসমূহ

ব্যয়ের খাতসমূহ	
১. শাখাসমূহ কর্তৃক উর্ধ্বতন সংগঠনকে-	১০. সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবা
ক. নির্ধারিত মাসিক চাদাঁ পরিশোধ	১১. আইন ও আদালত
খ. নির্বাচনী ফান্ড পরিশোধ	১২. ছাত্র-ছাত্রী ও শিশু কল্যাণ
গ. শহীদ ফান্ড পরিশোধ	১৩. মহিলা বিভাগ
ঘ. যাকাত-ওশর পরিশোধ	১৪. অনুমোদিত প্রজেক্ট ভিত্তিক ব্যয়
ঙ. জরুরি-এককালীন পরিশোধ	১৫. পার্শ্ব সংগঠনের জন্য ব্যয়
২. নিয়মিত খরচ	**এছাড়াও মহানগরী/জেলা পর্যায়ে আরো ব্যয়ের খাতসমূহ:**
ক. অফিস স্টেশনারি	
খ. প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন	১৬. সফর ও ভ্রমন খাতে ব্যয়
গ. যাতায়াত	১৭. লিগ্যাল এইড খাতে ব্যয়
ঘ. টেলিফোন, ডাক ও যোগাযোগ বিল	১৮. পেশাজীবি সংগঠন সমূহে ব্যয়
ঙ. অফিস ভাড়া	১৯. সাহিত্য সংস্কৃতি বিভাগীয় ব্যয়

চ. স্টাফ বেতন (যদি থাকে)	২০.আইটি খাতে ব্যয়
ছ. আপ্যায়ন খরচ	২১.প্রচার ও মিডিয়া খাতে ব্যয়
জ. পানি ও বিদ্যুত বিল	২২.স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে ব্যয়
৩. দাওয়াতী কার্যক্রমের খরচ	২৩.যুব বিভাগীয় খাতে ব্যয়
৪. প্রচারণা খাতে ব্যয়	২৪.শ্রমিক কল্যাণ খাতে ব্যয়
৫. প্রকাশনা বাবদ খরচ	২৫.উলামা বিভাগীয় ব্যয়
৬. তারবিয়াত/প্রশিক্ষণ বাবদ	২৬.তালিমুল কুরআন বিভাগীয় ব্যয়
৭. আইটি খাতে ব্যয়	২৭.শিক্ষা খাতে ব্যয়
৮. মানবসম্পদ উন্নয়ন	২৮.কর্জে হাসানা প্রদান
৯. গবেষণা খাতা	২৯.অন্যান্য বিভাগীয় খাতে ব্যয়

***সূত্রঃ** সংগৃহিত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে গবেষকের তৈরি*

ইসলামী এ রাজনৈতিক দলটি উপরিউক্ত অনুমোদিত খাতসমূহে বছরব্যাপী ব্যয় করে থাকে। ব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট খাতে তাদের সংগৃহিত অর্থের উপর। সামাজিক খাতের উদাহরণ হিসাবে বলা যায় সংগঠনটির ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ গবেষণাকালীন সময়ে এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করে নগরী ও অন্যান্য জেলায় তাদের এ সেবা কার্যক্রম বৃদ্ধি করেছে। করোনাকালীন ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের তারা আর্থিক ও মূলধনী উপকরণ সরবরাহ করে তাদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। পুরুষ কর্মজীবীদের রিক্সা, ভ্যান এবং দুঃস্থ মহিলাদের সেলাইমেশিন উপহার দিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করেছে। এছাড়াও করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত কর্মহারা মানুষ ও অগ্নিদূর্ঘটনায় বিপদগ্রস্ত মানুষদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণে অর্থব্যয় করেছিল সংগঠনটি। এতে প্রমাণ হয় সংগঠনটি কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়, মানবিক ও সামাজিক কর্মকান্ডেও তাদের অর্থের একটি বড় অংশ ব্যয় করে থাকে।

৫.৩ সংগঠনটির আর্থিক ব্যবস্থাপকের কার্যাবলী বিশ্লেষণ

ইসলামী এ রাজনৈতিক দলটি তাদের কেন্দ্র থেকে ক্ষুদ্র শাখা পর্যন্ত সবক্ষেত্রেই অর্থ সম্পাদক নিয়োগ দিয়ে থাকে। দলটির নিজস্ব পরিভাষায় একে "বায়তুলমাল সম্পাদক" বলা হয়। অর্থ সম্পাদককে আর্থিক প্রয়োজনীয়তার পূর্বাভাস, প্রয়োজনীয় মূলধন অর্জন/সংগ্রহ, বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত, নগদ অর্থ ব্যবস্থাপনা, এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কার্যকরী বিভাগসমূহের মধ্যে আর্থিক আন্তঃসম্পর্ক স্থাপনের কাজ নিয়মিতভাবে করতে হয়। সংগঠনটির অর্থ সম্পাদক যে কাজগুলো করে থাকেন তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো।

৫.৩.১ আর্থিক প্রয়োজনীয়তার পূর্বাভাস প্রদানের কার্যাবলী

অর্থসম্পাদকের প্রধান কাজ হচ্ছে ভবিষ্যতে কি পরিমাণ অর্থের দরকার হবে তার আগাম পূর্বাভাস দেওয়া। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ধারণাসমূহ পরিস্কারভাবে রাখতে হবে।

ক. সম্ভাব্য আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতগুলো সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা নেয়া

খ. কোন উৎস থেকে সম্ভাব্য কত আয় করা সম্ভব সে বিষয়ে ধারণা নেয়া

গ. কোন খাতে সম্ভাব্য ব্যয় কত হতে পারে সে বিষয়ে ধারণা নেয়া

ঘ. ঘ.আয়ের কোন উৎসগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে ধারণা নেয়া

ঙ. ব্যয়ের কোন খাতগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে ধারণা নেয়া

৫.৩.২ প্রয়োজনীয় মূলধন অর্জন/সংগ্রহ সংক্রান্ত কার্যাবলী

অর্থের পূর্বাভাস প্রদানের পরপরই তাকে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করতে হবে অর্থ সম্পাদককে। এ লক্ষে তাকে যা করতে হবে তা হলোঃ

ক. সংগঠনের সার্বিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সর্বমোট অর্থের পরিমাণ কত তা সংগ্রহের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

খ. বিশেষ করে আয়ের উৎসগুলো থেকে খাত ভিত্তিক টার্গেটকৃত আয় নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা

গ. জনশক্তি ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে ত্যাগ-কুরবানীর চেতনা জাগ্রত করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঘ. আকর্ষণীয় মোটিভেশনাল প্রোগ্রামের উদ্যোগ নেয়া। বিশেষ করে কুরআনিক মোটিভেশন।

ঙ. প্রজেট ভিত্তিক প্রেজেন্টেশন তৈরি ও উপস্থাপন করা। বিশেষ করে যাকাত, সোস্যাল ওয়েলফেয়ার, স্বাস্থ্য- পরিবার কল্যাণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন খাত।

৫.৩.৩ বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

গবেষণায় গৃহিত রাজনৈতিক দলটি সাম্প্রতিককালে জণকল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিচ্ছে। এসকল প্রকল্পে সতর্কতার সাথে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত পরামর্শের আলোকে অর্থ সম্পাদককেই নিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিবেচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে -

ক. প্রকল্পের যাবতীয় ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ নির্ধারণ করা

খ. খাতগুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও তার ভিত্তিতে ব্যয় নিশ্চিত করা

গ. খাতগুলোতে টার্গেটকৃত আউটপুট অর্জনের মাধ্যমে সার্বিকভাবে বার্ষিক আউটপুট/রিটার্ন নিশ্চিত করা

ঘ. মিস এপ্রোপ্রিয়েশন বা অর্থের অপপ্রয়োগ যেন না হয় সে দিকে খেয়াল রাখা।

ঙ. নির্ধারিত খাতের বরাদ্দ নির্ধারিত খাতেই কাজে লাগানো।

৫.৩.৪ নগদ অর্থ ব্যবস্থাপনা

দৈনন্দিন সাংগঠনিক কাজ-কর্ম ও সমাজকল্যাণ মূলক কাজকর্মের জন্য অর্থ ব্যবস্থাপকের হাতে নগদ টাকা থাকতে হয়। এজন্য এ রাজনৈতিক সংগঠনটি অর্থব্যবস্থাপককে কিছু মূলনীতি অনুসরণ করতে বলে -

ক. পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়নে চলতি মূলধন (Working Capital) গুরুত্বের সাথে পরিচালনা করতে হবে ও নিশ্চিত করতে হবে।

খ. অধঃস্তন থেকে বিভিন্ন খাত ভিত্তিক নিয়মিত অর্থের সরবরাহ থাকা দরকার।

গ. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খাতে কাজে লাগানো প্রয়োজন।

ঘ. কখনো অর্থ সংকটের কারণে দৈনন্দিক কার্যক্রম পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি যেন না হয়।

৫.৩.৫ অন্যান্য বিভাগের সাথে আন্তঃসম্পর্ক

সংগঠনের ভিতরে স্বতন্ত্র কাজ-কর্ম সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন বিভাগ থাকে। অর্থ ব্যবস্থাপকের অন্যতম কাজ হলো এসকল বিভাগের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ দিয়ে আন্তঃসম্পর্ক বা সাংগঠনিক সুশাসন (Corporate Governance) নিশ্চিত করা। তাদের মতে এ কাজের জন্য -

ক. সকল বিভাগের সাথেই অর্থ বিভাগ সম্পৃক্ত বিধায় আন্তঃসম্পর্ক ও সমন্বয় খুবই প্রয়োজন।

খ. এমনকি প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রমসহ আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত সম্পর্কেও যথাযথ ধারণা থাকা দরকার।

গ. এছাড়াও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (Scenario Analysis) করে সাধারণ অবস্থায় ও অস্বাভাবিক অবস্থার পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।

৫.৪ কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়

পরিকল্পনা গ্রহণ বা বাজেট প্রণয়ণ ও যথাযথ বাস্তবায়ন এর লক্ষ্যে অর্থসম্পাদককে যা যা করতে হয় তা হলোঃ

ক. যথাসময়ে বাইতুলমাল বিভাগের বার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন।

খ. মহানগরী বাইতুলমাল সম্পাদক ও জোন পরিচালকের উপস্থিতিতে থানা বাইতুলমাল সম্পাদকদের নিয়ে; জোন পরিচালকের উপস্থিতিতে ওয়ার্ড বাইতুলমাল সম্পাদকদের নিয়ে এবং থানা আমীর/সভাপতি/সেক্রেটারীগণের উপস্থিতিতে ইউনিট বাইতুলমাল সম্পাদকদের নিয়ে এ নির্দেশনার আলোকে কমপক্ষে জানুয়ারী ও জুলাই মাসে ২ বার পর্যালোচনা বৈঠক করা।

গ. নতুন বছরে থানা/বিভাগের সকল স্তরে কমপক্ষে ৩০% বা তার অধিক পরিমাণ বাইতুলমাল বৃদ্ধির ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ঘ. নতুন বছরে সকল জনশক্তি, সক্রিয় সহযোগী, সহযোগী ও সুধীর সামর্থানুযায়ী এয়ানত বৃদ্ধির জন্য উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ঙ. থানা/বিভাগ, ওয়ার্ড ও ইউনিটে প্রতি মাসে সুধি- শুভাকাঙ্ক্ষী ও এয়ানতদাতা বৃদ্ধি এবং তাদের কাছ থেকে নিয়মিত কালেকশনের ব্যাপারে তৎপরতা আরো জোরদার করতে হবে।

চ. সর্বপর্যায়ে সংগঠনের কাজের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করা এবং আয়-ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা ও সংগঠনকে ঋণ মুক্ত রাখা।

ছ. থানা/বিভাগ ও ওয়ার্ডসমূহ বাইতুলমাল সম্পাদকদের নিয়ে বছরে ২টি ওয়ার্কশপ করবে।

জ. সদস্য ছাড়াও অন্যান্য স্বাবলম্বী জনশক্তিকে ৫% এয়ানত দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

ঝ. সকল জনশক্তিকে মাসের শুরুতেই আল্লাহর পথে অর্থদানের মাধ্যমে ব্যয় শুরু করার গুরুত্ব তুলে ধরে মোটিভেশন দেয়া। অর্থাৎ মাসের প্রথম খরচ এয়ানত দিয়ে শুরু করার মোটিভেশন দেয়া।

ঞ. থানা/বিভাগের পক্ষ থেকে বাইতুলমালের নির্ধারিত কোটা সর্বোচ্চ ১০ তারিখের মধ্যে মহানগরীতে জমা দেয়া নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে ৭ তারিখের মাধ্যে ওয়ার্ডসমূহ কোটা পরিমাণ টাকা থানা/বিভাগে জমা দেয়া নিশ্চিত করা।

ট. আয়ের উৎসের আলোকে তহবিল সংগ্রহের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ

ঠ. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয় নির্ধারণ নিশ্চিত করা

ড. আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট সকল খাতের সাথে যথাযথ সমন্বয়

ঢ. আয়-ব্যয়ের খাতভিত্তিক যথাযথ বিশ্লেষণ

ণ. আয়-ব্যয়ের নীতিমালা অনুসরণ

ত. সচ্ছতা, জবাবদিহীতা,আমানতদারীতা,ডকুমেন্টশন

থ. সংগঠনের সকল স্তরে আয় ব্যয় হিসাব সংরক্ষণের জন্য লেজার বই, ক্যাশ বই, রশিদ বইসহ বাইতুলমাল সংশ্লিষ্ট সকল খাতা পত্র হালনাগাদ করা এবং পর্যায়ক্রমে থানা/বিভাগসমূহ আয় ব্যয়ের হিসাব Microsoft Excel Program এর মাধ্যমে চালু করার উদ্যোগ আর্থিক ব্যবস্থাপককে গ্রহণ করতে হবে।

৫.৫ আয়-ব্যায়ের হিসাব সংরক্ষণের জন্য অর্থ সম্পাদকের করনীয়

সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে আয়-ব্যয়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ সম্পাদককে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি অধিকতর মনোযোগ ও গুরুত্ব দিতে হবে।

ক. রশিদ ছাড়া আয় নয় ও ভাউচার ছাড়া ব্যয় নয়। এ শ্লোগানকে আরো কার্যকর করা।

খ. সর্বপর্যায়ে নিয়মিত আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণে আরও যত্নবান হওয়া ও আপডেট রাখা। এক্ষেত্রে থানা/বিভাগের ক্যাশ বইয়ে মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব ক্লোজ করে থানা আমীর/সভাপতির স্বাক্ষর নেয়া। থানা আমীর/সভাপতি রশিদ ও ভাউচার মিলিয়ে দেখে ক্যাশ বইয়ে ও ভাউচারে স্বাক্ষর করবেন।

গ. উর্ধ্বতন নিসাব পরিশোধের পর নিয়মিত খরচ পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ অর্থ হাতে রাখা দরকার সে পরিমাণ অর্থ রেখে বাকী অর্থ ব্যাংকে যৌথ নামে একাউন্ট করে জমা রাখা দরকার।

ঘ. আয়-ব্যয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সকল পর্যায়ে সকল প্রকার ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়া।

ঙ. সামর্থের আলোকে কাজ নয়, কাজের আলোকে বাজেট তৈরি ও সে পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা চালানো।

চ. থানা/বিভাগসহ সংগঠনের সকল স্তরে বাইতুলমালের মাসিক রিপোর্ট পর্যালোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথেই বৈঠকের পূর্বেই রিপোর্ট তৈরি/প্রস্তুত রাখা।

ছ. সম্পদের দলিল ও রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ

জ. অডিট ও পর্যালোচনা

৫.৬ নিরীক্ষা (অডিট) সম্পাদন করানো

ইসলামী এ রাজনৈতিক সংগঠনটি আর্থিক বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতের জন্য সংগঠনে হিসাব বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে দিয়ে প্রতিটি শাখার আর্থিক লেনদেনের অডিট সম্পাদন করে থাকে প্রতি বছর। তারা সাধারণ ইংরেজী ক্যালেন্ডার বর্ষকেই অডিটের জন্য হিসাব বছর হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। তাদের এ কার্যক্রমে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়ে থাকেঃ

ক. থানা/বিভাগসমূহের বাইতুলমালের আয় ব্যয়ের অডিট করা।

খ. সকল স্তরে মিয়ব্যয়ীতা চর্চা করা, আয়-ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। থানা/বিভাগসমূহের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা।

গ. প্রতি মাসের আয়-ব্যায়ের হিসাব পর্যালোচনা করা ও করণীয় নির্ধারণ করে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া।

ঘ. সকল পর্যায়ে বছর শেষে আয়-ব্যয়ের যথাযথ পর্যালোচনা ও অডিট নিশ্চিত করা।

ঙ. যে কোন সময় অডিটের জন্য রশিদ বই রেজিষ্টার, সম্পদ রেজিষ্টার, ক্যাশ ও লেজার বই, ভাউচার ও রশিদ বইয়ের মুড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত রাখা।

চ. বছরে শেষে সকল পর্যায়ে অডিটর/অডিট কমিটির মন্তব্য ও পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ছ. আল্লাহর সাহায্য ও দোয়া কামনা করা।

৬.০ বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল

উপরিউক্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া গবেষণায় নমুনা হিসাবে গৃহিত দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অর্থ ব্যবস্থাপনার নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লেখ করা যায়ঃ

ক. ইসলামী এ রাজনৈতিক দলটি (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী) তার নিজস্ব জনশক্তি ও সুধী- শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিকট থেকেই অর্থ সংগ্রহ করে থাকে।

খ. সংগঠনটি দেশী অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেই প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করে।

গ. জামায়াতে ইসলামীর বিশেষ তহবিল সংগ্রহে সাধারণ জনগণ ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের বহুল অংশগ্রহণ দেখা যায়। জামায়াত জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পারার এটি একটি প্রমাণ।

ঘ. সংগঠনটির অর্থ ব্যবস্থাপনায় সুশৃঙ্খল পেশাদারীত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থ ব্যবস্থাপককে সকল ক্ষেত্রেই তার উর্ধ্বতন নেতৃত্বের নিকট দালীলিক জবাবদিহিতার মধ্যে থাকতে হয়।

ঙ. প্রতিবছর অভ্যন্তরীণ অডিট সম্পাদন হয় বলে অর্থের ব্যবহারের রেকর্ড সংরক্ষণ ও স্বচ্ছতা পরিলক্ষিত হয়।

চ. ব্যয় ব্যবস্থাপনায় দেখা যায়, দলটি কেবল দলীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডেই অর্থ ব্যয় সীমাবদ্ধ না রেখে সাধারণ ও নিম্নবিত্ত মানুষের কল্যাণে অর্থাৎ তাদের ভাষায় সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকান্ডে অধিক অর্থ ব্যয় করে থাকে।

ছ. সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে ও দুর্ঘটনাকবলিত বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রয়োজনে দলীয় বিবেচনার উর্ধ্বে উঠে তাৎক্ষনিক সাড়া প্রদানে সক্ষমতা অর্জন করেছে দলটি। সাধারণ জনগণ এ কর্মকান্ডকে ভালোভাবেই গ্রহণ করেছে।

জ. দলটির তহবিল সংগ্রহে সাধারণের অংশগ্রহণের ফলে প্রতিবছরই তাদের তহবিল ক্রমবৃদ্ধি দেখা যায়।

ঝ. প্রকল্প ভিত্তিক কাজে তহবিল সংগ্রহের সম্ভাবনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এ দলটির। তবে নির্বাচন সংক্রান্ত তহবিল সংগ্রহে অনেক শাখার আগ্রহ যথেষ্ট কম পরীলক্ষিত হয়েছে বর্তমান গবেষণায়।

৭.০ সুপারিশ প্রস্তাবনা

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা পেশ করা যায়ঃ

ক. জামায়াত যেহেতু স্তরভিত্তিক (ক্যাডার) জনশক্তি বিন্যাস করে থাকে, সেহেতু সহযোগী সদস্য থেকে কর্মী বা সদস্য বৃদ্ধি করলে এবং নতুন জনগন সম্পৃক্ত করলে তাদের তহবিলের পরিমাণ আরও বাড়বে।

খ. বিশেষ অবস্থার তহবিলসংগ্রহে যেহেতু নিজস্ব জনশক্তি ছাড়াও দেশের সাধারণ মানুষ ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের অংশগ্রহণ দেখা যায়, এটিকে আরও বেগবান করে তাদের নিকট বেশী বেশী আহবান জানাতে হবে।

গ. আর্থিক বিবরণী তৈরীর হিসাব সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সফটওয়ার যথা টালি বা মাইক্রোসফট এক্সেল ব্যবহারে অর্থ সম্পাদকদের উৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ. যেহেতু ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠন, সেহেতু নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে।

ঙ. তহবিল বৃদ্ধিও জন্য সদস্যদের চাঁদা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুদানের পাশাপাশি সম্পদভিত্তিক বিনিয়োগের মাধ্যমে আয়ের সংস্থান করা যেতে পারে। এতে কর্মসংস্থানও তৈরী হবে।

চ. সুনামের সাথে যে সমাজকল্যাণমূলক কাজ পরিচালিত হচ্ছে তার ব্যয় ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখতে হবে।

ছ. প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ষণশীল (অপরিবর্তনীয়) বরাদ্ধ পদ্ধতির পরিবর্তে নমনীয় (পরিবর্তনীয়) পদ্ধতি অনুসরণের অনুমোদন রাখতে হবে।

জ. প্রকল্পসমূহ পরিচালনার জন্য যৌক্তিক অর্থ ব্যয়ে যথাযথ একাডেমিক ও পেশাদার প্রশিক্ষিত লোক নিয়োগ দিতে হবে।

০৮. উপসংহার

বর্তমান গবেষণাটিতে ইসলামী রাজনৈতিক দল হিসাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আর্থিক ব্যবস্থাপনার দিকটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণাকালীন সময়ের সীমাবদ্ধতা ছিল বলে এবং প্রাতিষ্ঠানিক গোপনীয়তার শর্তেই আর্থিক তথ্য এখানে সন্নিবেশিত করা যায়নি যা গবেষণানীতি ও ঘোষণার (Disclaimer) অংশ। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশমালা কেবল এই দলটির জন্যই প্রযোজ্য নয়, এধরণের অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরও উপকারে আসবে। একটি রাজনৈতিক দল অভ্যন্তরীণ উৎস ও দেশের জনসাধারণের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত করতে পারে গবেষণায় এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশে এ ধরনের গবেষণা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি বলে সাহিত্য পর্যালোচনায় গবেষক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। ভবিষ্যতে আগ্রহী গবেষকরা এ সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের আর্থিক দিক নিয়ে তুলনামূলক গবেষণা করতে পারবে। বর্তমান গবেষণাটিতে তাদের সেই পথ দেখাবে।

তথ্যসূত্র

Ahmed, A. K. M. (2014). *Islamic songhothon*. Dhaka, Bangladesh: Islamic Center Dhaka https://bjilibrary.info/pdf/educated_syllabus/65_islami_songgothon.pdf. 23.10.2022

BEC. (2022). *Financial Statements of 41 Registrered Political Parties of Bangladesh. Bangladesh Election Commission (BEC*): http://www.ecs.gov.bd/notice/details. 14.09.2022

BJI. (2020). *Baitulmal*. Constitution– Bangladesh Jamaate Islami. Dhaka: Publication Department, Bangladesh Jamaate Islami

Guthman, H. G., and *Dougall*, H. E. (1955). *Corporate financial policy*. 3rd ed. New Yourk, USA: Prentice-Hall.

Jahan, R. (2014). *Political parties of Bangladesh*. Working Paper Series-08. Dhaka, Bangladesh: Center for Policy Dialogue - CPD

Masum, A. T. M. (2021). *Personal report book*, Bangladesh Jamaate Islami. PP. 13-14. Dhaka, Bangladesh: Al-Falah Prining Press

Nizami, M. M. R. (2011). *Islamic movement: Problems and prospects* (Bengali). Dhaka, Bangladesh: Al Falah Printing Press